বিস্ময়ের অনন্যভূমি সুন্দরবন - অজয় মজুমদার দ্বিতীয় পাতায়...

ইছামতী বাঁচলে রক্ষা পাবে কেবল বনগাঁ মহকুমাই নয়, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার অনেক মহকুমার শহর ও গ্রাম- নির্মল বিশ্বাস দ্বিতীয় পাতায়...

চাঁদপাড়া বিজেপির মিলন উৎসব তৃতীয় পাতায়...

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 6 ❑ Issue 46 ❑ 02 Feb., 2023 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 2

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

মতুয়ারা ভুল বুঝতে পেরেছে, পঞ্চায়েতে তৃণমূলের পাশে থাকবে, একই সঙ্গে বিজেপিকে সারমেয় বলে আক্রমণ বনমন্ত্রীর

প্রতিনিধি ঃ ঠাকুর বাড়ি দুই চার জন মতুয়াদের ভুল বোঝানোর চেষ্টা করছে। সিএএ হবে না, মতুয়ারা ভুল বুঝে গেছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে মতুয়ারা তৃণমূলের দিকে থাকবে। জেলার সমস্ত পঞ্চায়েত তৃণমূল দখল করবে মানুষের ভোটে।

শুক্রবার উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটার ধরমপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দিদির দূত হিসাবে এসেছিলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। এদিন ধর্মপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তরঙ্গহাটি গ্রামে পথসভা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নাম না করে শান্তনু ঠাকুর ও সুব্রত ঠাকুরকে আক্রমণ করে এমনটা বললেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। একই সঙ্গে তিনি বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর নিখোঁজ বলে দাবি করেন।

পাশাপাশি পথসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপিকে সারমেয় বলে আক্রমণ করেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তিনি অভিযোগ করেন, তার দিদির দূত কর্মসূচি চলাকালীন পাল্টা কর্মসূচি নিচ্ছে বিজেপি। এরপরে তিনি বিজেপিকে সারমেয়র সঙ্গে তুলনা করেন। প্রসঙ্গত, ফুলসরা গ্রাম পঞ্চায়েতে দিদির দূত হিসেবে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক আসার দিন বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়কের নেতৃত্বে যুব মোর্চার পক্ষ থেকে বাইক মিছিল করেছিল বিজেপি। শুক্রবার

ও ধরমপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতেও পাল্টা কর্মসূচি নেয় বিজেপি বলে জানান জ্যোতিপ্রিয়। বনমন্ত্রীর বক্তব্যের বিষয়ে বনগাঁ জেলা বিজেপি সাধারণ সম্পাদক দেবদাস মন্ডল বলেন, মতুয়ারা আগেও বিজেপির সঙ্গে ছিল, আগামীতেও বিজেপির সঙ্গে থাকবে। কারণ, তারা বুঝে গেছে এই তৃণমূল তাদের চাকরিও বিক্রি করেছে। বিজেপি কারো কর্মসূচি দেখে, বিশেষ করে চোরেদের দেখে কোন কর্মসূচি গ্রহণ করে না। গাইঘাটার বিধায়ক সুব্রত ঠাকুরকে ওনারা দেখতে না পেলেও সাধারণ মানুষ দেখতে পান।

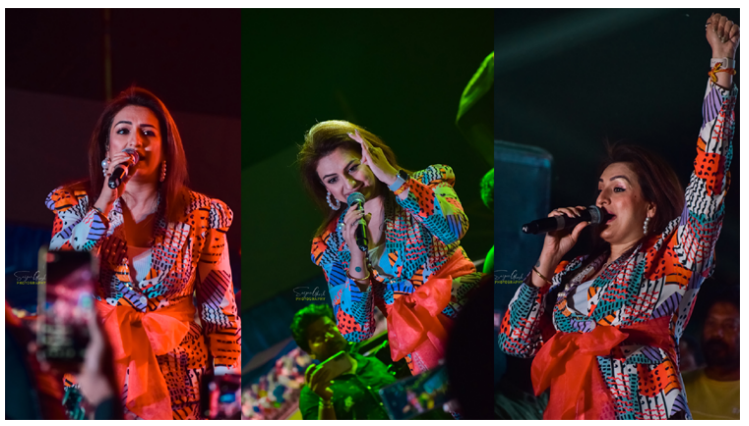

বনগাঁ দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয় এর আয়োজনে নবীনবরণ ও বার্ষিক মিলনোৎসবে আকৃতি কক্কর। ছবি ঃ সায়ন ঘোষ

মুখ্যমন্ত্রীকে ভারতরত্ন দেওয়ার দাবি বিধায়ক বিশ্বজিৎ-এর

প্রতিনিধি ঃ কয়েক মাস আগে তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রানী রাসমণি ও ভগিনী নিবেদিতার তুলনা করেছিলেন। এবার তিনি মুখ্যমন্ত্রী কে ভারতরত্ন দেওয়ার দাবি তুললেন। শনিবার গোপালনগরের হরিপদ হাই স্কুলের মাঠে তৃণমূলের এক জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই বিশ্বজিৎ ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর প্রকল্পের সুফল মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পাচ্ছেন। কেন্দ্রীয় সরকারও এই প্রকল্পগুলিকে অনুসরণ করছেন। সারা পৃথিবীতে এই প্রকল্পগুলি সমাদৃত হচ্ছে। তাই এই সভামঞ্চ থেকে আমি দাবী করছি, মুখ্যমন্ত্রীকে ভারতরত্ন দেওয়া হোক।"

দিন কয়েক আগে ডি ওয়াই এফ আই এর পক্ষ থেকে একই মাঠে জনসভা করা হয়েছিল। এদিন তৃণমূলের পক্ষ থেকে তার পাল্টা সভা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী, বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী, বনগাঁর প্রাক্তন সাংসদ মমতা ঠাকুর সহ অনেকে। স্নেহাশীষ বাবু বলেন, "সিএএ উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য তৈরি হয়নি। বনগাঁর বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সিএএ প্রয়োগ করতে পারবেনা। সিএএ এর মধ্যে অনেক অসংগতি আছে। তিনি মুখ্যমন্ত্রী প্রশংসা করে বলেন, "জগন্নাথ দেব যেমন রথের দিন সাধারণ মানুষের মধ্যে নেমে আসেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসন নিয়ে সরকারকে গ্রামেগঞ্জে পৌঁছে দিয়েছেন। অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ন গোস্বামী সিপিএমকে বাতিল আধুলির সঙ্গে তুলনা করে বলেন, "মানুষ যেমন আধুলি প্রত্যাখ্যান করেছেন। সিপিএমকেও একইভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। তিনি শান্তনু ঠাকুরের উদ্দেশ্যে বলেন, "হয় নাগরিকত্ব শংসাপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।" নয়তো সংসদে গিয়ে পদত্যাগ করুন। এদিন মাঠে প্রচুর তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা এসেছিল। মাঠ ভিড়ে উপচে পড়েছিল।

মুখ্যমন্ত্রীর ভারতরত্ন পাওয়ার বিষয়ে বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি রামপদ দাস বলেন, "আগামী দিনে পঞ্চায়েতে টিকিট নেওয়ার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে এসব কথা বলে। মেরে কেটে খাওয়াই ওদের লক্ষ্য।"

সিএএ নিয়ে শান্তনু ঠাকুর বলেন, "সিএএ নিয়ে তৃণমূলের লোকজন ভাওতা দিচ্ছে। এই আইনে যদি উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা নাই থাকে, তাহলে তৃণমূল সমর্থন করছে না কেন"

কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেকার যুবক যুবতীদের প্রশিক্ষণ

নীরেশ ভৌমিক ঃ সারা দেশে ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা কমাতে এবং কর্মসংস্থান

বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারত সরকারের সাথে একযোগে কাজ করে চলেছে এন্ট্রিপ্রেনিওর্শিপ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া (আমেদাবাদ) (EDH) সংস্থাটি কেন্দ্রীয় সরকারের মিনিস্ট্রি অফ মাইক্রো স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টার প্রাইসেস সংস্থার সহযোগিতায় দেশের বিভিন্ন এলেকায় ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (EDSP) অনুযায়ি বেকার সমস্যা কমাতে MDP স্কিম অনুযায়ি কাজ করে চলেছে।

কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার চাঁদপাড়া নেতাজী সুভাষ হেল্প সেন্টার এর সহযোগিতায় স্থানীয় আইরিশ হেল্থ সেন্টারের সভা কক্ষে ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে (MDP) ৫ দিনের এক প্রশিক্ষন শিবির সংগঠিত করে। গত ২৮ জানুয়ারী মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন ও প্রশিক্ষনার্থীগণের সমবেত কণ্ঠে দেশাত্মবোধক সংগীতের মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন হয়।

প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সংস্থার প্রতিনিধি তন্ময় চক্রবর্তী, নরেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠি ও জেলা শিল্প কেন্দ্রের প্রতিনিধি ও প্রশিক্ষক তন্ময় রায় প্রমুখ।

সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন সমাজসেবি সংস্থা চাঁদপাড়া নেতাজী সুভাষ হেল্প সেন্টার এর কর্ণধার ও বিশিষ্ট কর্মদ্যোগী অভিজিৎ টিকাদার। দ্বিতীয় পাতায়...

জমির ফসল নষ্টের কারনে কুকুরের পা কাটায় চাষিকে প্রহার

সংবাদদাতা ঃ জমির সর্ষে, শসা ইত্যাদি ফসল নষ্ট করছে পাড়ার একপাল কুকুর। ফসল নষ্ট হওয়ায় ক্ষুব্ধ কৃষক অর্জুন বালা ধারালো

তৃতীয় পাতায়...

হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরের নাম বিকৃতির অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে

ক্ষমা চাওয়ার দাবি মতুয়াদের

প্রতিনিধি ঃ মালদায় ৩১ জানুয়ারি একটি সভামঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মতুয়াদের ধর্মগুরু হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের নাম বিকৃতভাবে বলার অভিযোগ উঠল। মতুয়াদের ঠাকুরের নাম ভুল বলায় ক্ষুব্ধ মতুয়ার। বনগাঁর বিজেপি সাংসদ তথা অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সঙ্ঘাধিপতি শান্তনু ঠাকুর বুধবার টুইটার ও ফেসবুকে একটি ভিডিও পোস্ট করেন। সেখানে তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে ক্ষমা চাইতে হবে বলে দাবি করেছেন। শান্তনু বাবুর কথায়, "মুখ্যমন্ত্রী ইচ্ছাকৃত ভাবে ব্যাঙ্গাত্মক ভাবে আমাদের আরধ্য দেবতা হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরকে রঘুচাঁদ ও গরুচাঁদ বলে সম্বোধন করেছেন। বিশ্বের ১০ কোটি মতুয়াকে অপমান করেছেন উনি।" শান্তনু বাবুর দাবি, — 'যতক্ষণ না মুখ্যমন্ত্রী তার ওই মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইছেন। মতুয়ারা তাকে ক্ষমা করবেন না।

মুখ্যমন্ত্রীর ওই বক্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই মতুয়াদের মধ্যে আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। অনেকেই চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমা চান। বিজেপির নেতা মন্ত্রীরাও বিষয়টি নিয়ে আসরে নেমে পড়েছেন রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে। দ্বিতীয় পাতায়...

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৬ ❐ সংখ্যা ৪৬ ❐ ০২ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ ❐ বৃহস্পতিবার

মধ্যবিত্তের বাজেট কোথায়? কতটা সুরাহা পেলেন আম আদমি

শোনা যাচ্ছিলো ২০২৪-কে কেন্দ্র করে অর্থাৎ আসন্ন লোকসভা ভোটের আগে বোধহয় মধ্যবিত্ত থেকে নিম্ন মধ্যবিত্তদের সুবিধা হবে কিন্তু তাঁর দিশা কোথায়? ৭ লক্ষ বাৎসরিক আয় থেকে কর ছাড়ের কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ যার মাসিক রোজগার ৫৮ হাজার টাকা। প্রশ্ন ক'জন এই রোজগারের অন্তর্ভুক্ত? দ্বিতীয়ত, এটা তো প্রত্যক্ষ করের বিষয়। কিন্তু পরোক্ষ কর তো তাকে দিতেই হচ্ছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম কমছে কি? প্রয়োজন তো ক্রেতার, কেনবার ক্ষমতা পাচ্ছে কি?

অর্থনীতির প্রশ্নে এই ডাইরেক্ট ও ইনডাইরেক্ট করই আমাদের অনেক সময়ে বোকা বানিয়ে দেয়। বাজেট অর্থনীতির প্রথম পাঠ, মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়াতে হবে। যেকোনও শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন তখনই সার্থক হবে যখন ক্রেতার কেনার ক্ষমতা থাকবে। আমাদের প্রথম সংকট কিন্তু পেট্রোলিয়ামজাত বিষয়। করোনা আবহ থেকে যেভাবে পেট্রোলিয়াম সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে, তা ভারতের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব বলা যেতে পারে। এই মুহূর্তে শতাধিক টাকার বিনিময়ে লিটারপ্রতি পেট্রল পাওয়া যাচ্ছে, তথৈবচ ডিজেল এবং গ্যাস। উৎপাদিত দ্রব্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতেই দাম হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছে পেট্রোলিয়াম সামগ্রীর কারণে। অথচ আজও আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে পেট্রোলিয়াম সামগ্রীর দাম ভারতের তুলনায় কম।

কাজেই মূল্যবৃদ্ধিতে লাগাম দেওয়া যাচ্ছে না। যা অন্যতম মাথাব্যথার কারণ। সিগারেটের দাম বাড়লো, পাশাপাশি টিভির বা মোবাইলের দাম কমলো, এই দিয়ে কি পেট ভরবে? নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যহ্রাস হলো কী? এছাড়া ১০০ দিনের কাজের বিষয়ে কোনও বার্তা কোথায়? ৩৮ হাজার শিক্ষকের নিয়োগের কথা বলা হচ্ছে, যেখানে ২ কোটি মানুষ কর্মের খোঁজে। কৃষকদের ক্ষেত্রে ছাড়ের বা অর্থলগ্নির কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে পরিষ্কার নেই। আপাত দৃষ্টিতে জমজমাট বাজেট মনে হলেও ধোঁয়াশাই রয়ে গেলো বাজেট।

ইছামতী বাঁচলে রক্ষা পাবে কেবল বনগাঁ মহকুমাই নয়, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার অনেক মহকুমার শহর ও গ্রাম

নির্মল বিশ্বাস

সচেতনতার অভাবে আজ মৃত্যু শিয়রে দাঁড়িয়ে। এক রুগ্না জলধারা আমাদের চির পরিচিত ইছামতী নদী। লাগাতার দখল, বে-আইনি নির্মাণ, আবর্জনার স্তূপের

কারণে ক্রমেই ভরাট করে ফেলেছে ইছামতী নদীকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই পলি জমতে শুরু করেছে ইছামতীর খাতে। তারপর থেকেই ধীরে ধীরে কমতে থাকে নদীর স্রোত। মানুষ এখন ইছামতীকে নদী বলতে 'লজ্জা' পাচ্ছে। এর চেয়ে মজে যাওয়া খালেরও বোধহয় জল ধারণের ক্ষমতা বেশি। একদা কথা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয় নদী ছিল ইছামতী। তাঁকে নিয়ে তিনি রচনা করেছেন পথের পাঁচালী ও ইছামতী উপন্যাস। আজ ইছামতীর একি দশা! দেখলে দুঃখ হয়।

প্রথমে ইছামতীর উৎস বর্ণনা করা যাক। বর্তমানে বাংলাদেশের পদ্মা নদীর শাখা নদী মাথাভাঙা নদী থেকেই ইছামতীর উৎপত্তি। প্রথমে এই ইছামতী নদী পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানার হাঁসখালি ব্লকের মাজদিয়া রেল স্টেশনের পশ্চিমে ১৮৮নং রেলওয়ে ব্রীজের তলা দিয়ে গোয়াড়ি হয়ে বাংলাদেশের কুষ্টিয়াতে প্রবেশ করে। পুনরায় ইছামতী বাংলাদেশ থেকে নদীয়া জেলার হাঁসখালি ব্লকের মধ্যদিয়ে দত্তফুলিয়ার কাছে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বাগদা ব্লকের সিন্দ্রানী গ্রাম পঞ্চায়েতের সাড়াহাটি গ্রামে প্রবেশ করে। সেখান থেকে বাগদা, বনগাঁ, বনগাঁ শহর, গাইঘাটা, স্বরূপনগর, বাদুড়িয়া, বসিরহাট-১, বসিরহাট শহর, টাকি শহর, হাসনাবাদ ও হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের বুক চিরে সুন্দরবন এসেছে। তবে হিঙ্গলগঞ্জ বাজার পর্যন্ত এই নদীর নাম ইছামতী। এরপর ইছামতী নাম পরিবর্তন করে। তখন সে কালিন্দী নামে পরিচিত হয়। এরপর গোসাবার নিকট হাঁড়িয়াভাঙা নদী এবং সবশেষে মোহনার নিকট এসে রায়মঙ্গল নামে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। ইছিমতী নদীর বৈশিষ্ট্য আন্ত জার্তিক নদী। এই ইছামতী নদীর ৩৭০ কিমি. যাত্রাপথে ১০০ কিমি. পথ ভারত ও বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে বহমান। ফলে দু' দেশের সম্পদ ও অধিকার থাকার কারণে নদী সংস্কার, রক্ষা ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নানান জটিলতা দেখা দিয়েছে। এছাড়া রয়েছে সরকারি উদ্যোগ ও পরিকল্পনার কিছু ত্রুটি। **চলবে...**

অভিষেক বাণী নিকেতনে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নীরেশ ভৌমিক ঃ অন্যান্য বছরের এবারও বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়ার অন্যতম শিশু শিক্ষালয় অভিষেক বাণী নিকেতন কর্তৃপক্ষ। গত ২৯ জানুয়ারী বিদ্যালয়ের পার্শ্বস্থ রেল ময়দানে জাতীয় ও শিক্ষালয়ের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়ের ৩১ তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রাণপুরুষ বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী সুধীর গায়েন, শিক্ষানুরাগী অরুন দাস, বিশিষ্ট শিক্ষক সুবোধ কয়াল সহ পড়ুয়াদের অভিভাবকগণ।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাগণের পরিচলনায় অনুষ্ঠিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ছাত্র- ছাত্রীরা মোট ২৫টি ইভেন্টে অংশ গ্রহন করে। ছোটদের ব্যাঙ্ দৌড়, আলু দৌড়, বিস্কুট দৌড়, রাজারানী এবং মহাজীবন সাজা সহ সকলের জন্য যেমন খুশি সাজো প্রতিযোগিতা বেশ আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে। প্রতিযোগিতা অংশগ্রহন কারী সকল প্রতিযোগীগণের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেকার যুবক যুবতীদের প্রশিক্ষণ

প্রথমপাতার পর...

প্রতিনিধিগণ বলেন, বর্তমানে সারা দেশে যেভাবে বেকার সমস্যা বেড়ে চলেছে, সবত্রই চাকুরির হাহাকার চলেছে। এই অবস্থায় সুস্থ্যভাবে বেঁচে থাকতে হলে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন, হস্ত শিল্পের প্রসার ঘটানো এবং সেই সঙ্গে স্বাধীন ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। এর জন্য প্রথমেই প্রয়োজন ব্যবসা করার মানসিকতা, আইডিয়া ও মূলধন সংগ্রহ করা। ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসার মাধ্যমে আরোও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব। দায়িত্বশীল আধিকারিক তন্ময় চক্রবর্তী জানান, প্রশিক্ষণ শেষে সকলকে শংসাপত্র প্রদান করা হবে। ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে সহজ উপায়ে ঋণ পেতে পারেন আগ্রহী ব্যক্তিগণ।

ঠাকুরের নাম বিকৃতির অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে

প্রথমপাতার পর...

অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার ঠাকুরবাড়িতে সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। সেখানে মহাসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক সুখেন্দ্র নাথ গাইন বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী কোটি কোটি মতুয়াকে অপমান করেছেন। তিনি মতুয়াদের কাছে ক্ষমা না চাইলে আমাদের প্রতিবাদ আন্দোলন চলতে থাকবে।'

এ বিষয়ে বনগাঁর প্রাক্তণ তৃণমূল সাংসদ তথা অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহা সংঘের সঙ্ঘাধিপতি মমতা ঠাকুর বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে বলেন নি। তিনি হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরের নামে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেছেন। ভাষণ দিতে গিয়ে মুখ ফসকে বেরিয়ে যেতে পারে। কিন্তু মঞ্চের পেছনে রঞ্জিত সরকার বলে এক ব্যক্তি ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী তার কাছে নাম জানতে চান। তার উচিত ছিল নাম দুটি সংশোধন করে দেওয়া। কিন্তু তিনি তা করেননি। মমতা দেবীর বক্তব্য, "মুখ্যমন্ত্রীর উচিত ভুল শুধরে নেওয়া। কারণ তার কথায় কোটি কোটি মতুয়রা ব্যথা পেয়েছেন।'' এ বিষয়ে বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেন, " মতুয়ারা শান্ত নু ঠাকুরের কাছ থেকে সরে গিয়েছেন। এতেই শান্তনু ঠাকুরের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। অবান্তর কথাবার্তা বলছেন। মাতুয়ারা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন, থাকবেন। বিজেপি এটাকে নিয়ে নোংরা রাজনীতি শুরু করেছে। কারণ একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই মতুয়াদের উন্নয়ন করেছে।''

নেচার স্টাডি বা প্রকৃতি চর্চা

বিস্ময়ের অনন্যভূমি সুন্দরবন

অজয় মজুমদার

মাস দুয়েক আগে গুজরাট ভ্রমনে গেছিলাম। সেই সফরে সঙ্গী ছিল তরুণ পাল- এর পরিবার। ওর একটিই ছেলে।

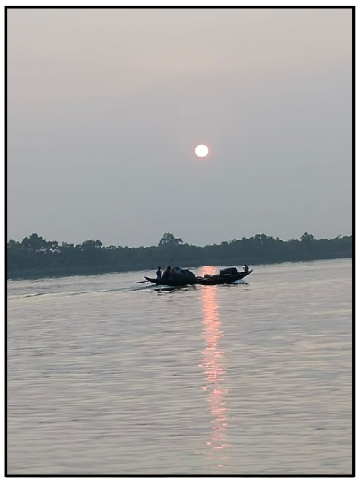

ডাকনাম অটল। দলের একমাত্র তরুণ সদস্য। ভরসার জায়গা। ও বলল, " স্যার, আমরা একটি রিসোর্ট করেছি ঝড়খালিতে।" ওখানে আপনারা অবশ্যই যাবেন। সুন্দরবনটা ঘুরে দেখবেন। অটলের মা নূপুর বলল, "আপনারা যখন যাবেন তখন আমরাও যাব। একসঙ্গে আনন্দ করে লঞ্চ নিয়ে ঘুরে বেড়াবো''। সেই থেকেই রবিনদা ও আমার আশা আকাঙ্ক্ষা সুন্দরবনকে ঘিরে। যদিও আগেও সুন্দরবন ভ্রমন করেছি। তা হলেও এই ভ্রমনে একটা অন্য আকর্ষন ছিল। সেইসঙ্গে আমার বন্ধু ব্যস্ত ডাক্তার স্বপন, সেও বারবার ফোন করে বলে, কবে যাবি? মানে ঝড়খালির কল্পনার জাল সবার চোখে মুখে অন্তরে। নিখিলদা ও তাঁর পরিবারও যাওয়ার জন্য উৎসাহি হল।

আমরা চার পরিবার, স্বপন কলকাতায় থাকে। ও শিয়ালদায় চলে আসবে। আমরা তিন পরিবার আঠাশে জানুয়ারি রওনা হলাম বনগাঁ লোকালে শিয়ালদহ স্টেশনে। স্বপন অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য। ১৮ নম্বর প্লাটফর্ম থেকে, ক্যানিং লোকালে ক্যানিং গেলাম। প্লাটফর্মের কাছ থেকে শুরু হল ফলের বাজার। একদম ঘিঞ্জি পরিবেশ। ঠেলা, গুতো খেতে খেতে মেইন রাস্তায় এসে উঠলাম। পুরোকায়স্থ-র মিষ্টির দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ফোন করলাম গাড়ির ড্রাইভারকে। ওখান থেকে বেশ কিছুটা হেঁটে এসে গাড়ির কাছে এলাম। এই রাস্তায় প্রথম এলাম। সুন্দর রাস্তা। বাসন্তী হাইওয়ে দিয়ে আমরা পৌঁছালাম ঝড়খালি বাজারে। ক্যানিং থেকে ৪৫ কিলোমিটার রাস্তা। এক ঘন্টা কুড়ি মিনিট সময় লাগে। গ্রামের কনসেপ্ট পরিবর্তন হয়েছে। এইসব মিনি শহরে

পরিণত হয়েছে। ঝড়খালিতে জমিগুলি প্লট করে ঘিরে রাখা হয়েছে। খুব সম্ভব এগুলো রিসোর্ট তৈরি হবে। জনবসতি খুবই কম। এই এলাকাটি বাসন্তী ব্লকের মধ্যে, পুলিশ স্টেশন হলো ঝড়খালি কোস্টাল পুলিশ স্টেশন, ক্যানিং মহকুমা, সাউথ ২৪ পরগনা জেলা ।

আমরা উঠলাম অটলদের "গোল্ডেন ডিয়ার গেস্ট হাউসে।" ঝা চকচকে নতুন গেস্ট হাউস। বিল্ডিং এর পেছনের দিকে ভালোবাসা চিহ্নে সুইমিং পুল তৈরি হচ্ছে। সকালবেলায় আমরা লঞ্চঘাটে চলে এলাম। ওখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল গাইড দিলীপ কুমার সরদার । ছেলেটি সুন্দরবন হাজী দশরথ কলেজ থেকে বিএ পাস করেছিল। নেচারগাইড ট্রেনিং নিয়ে পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছে। ছেলেটি খুবই ইনফরমেটিভ। গাইড এর কাজটা বেশ উৎসাহ নিয়েই করে। ওর ঠাকুরদা নিত্যানন্দ সরদার-এর প্রাণ যায় বাঘের থাবায়। গাইড দিলীপদের গ্রামে এমন কোন বাড়ি নেই, যেখানে বাঘের থাবায় কেউ না কেউ মারা যায়নি।

লঞ্চ ছেড়ে দিল। হেড়েভাঙ্গা নদী দিয়ে আমরা চলতে থাকলাম। এত বড় লঞ্চে আমরা মাত্র ন'জন। আমাদের জন্য রান্না বান্না লঞ্চেই হচ্ছে। হেড়েভাঙ্গা নদী দিয়ে যেতে যেতেই চেয়ার টেবিল সেট করে আমাদের ব্রেকফাস্ট এর ব্যবস্থা করে দিল। ব্রেকফাস্ট ছিল লুচি আলুর তরকারি

আর একটা করে নোলেন গুড়ের স্থানীয় রসগোল্লা এবং এক কাপ কফি। হোড়েভাঙা গিয়ে পড়লো বিদ্যাধরী নদীতে ও বিদ্যাধরীর একটা মুখ গিয়ে মিশেছে বঙ্গোপসাগরে। ওখানে নদী খুবই চওড়া ও কিছুটা গিয়েই দেখি নদীর ধারে শুয়ে আছে শীতে কাতর কুমির। একদম মাটি কামড়ে পরপর এরকম শুয়ে থাকা কুমির দেখলাম বেশ কিছু। একটা কুমির দেখলাম এক কুইন্টাল এর বেশি হবে।

এখানে পয়লা মাঘ বন বিবি পূজা প্রচলিত আছে। তবে গাছে সাদা কাপড় জড়িয়ে চিহ্নিত করার অর্থ হলো, সেখানে বন বিবির পূজা হয়। জঙ্গলের রাজা বাঘ তার নিজস্ব গরিমার জন্য চিরকাল সবার সমীহ আদায় করে এসেছে ও ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধার জন্য হয়তো প্রাচীন কাল থেকে মানুষ বাঘকে পূজা করে এসেছে। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষে তার নিদর্শন মেলে। বাংলায় অনেক জায়গায় বাঘকে পূজা করা হয়। সুন্দর বনে দক্ষিণ রায় নামক দেবতা বলে প্রচলিত ও পূজিত ও উত্তরবঙ্গে আবার বাঘের দেবতাকে "সোনারায়" বলা হয়। সুন্দরবনে বাঘ— দেবতা দক্ষিণ রায়ের পূজোর সাথে সাথে বাঘের আক্রমণে রক্ষাকর্তৃ হিসাবে আর এক দেবী বনবিবির পূজা বিশেষ প্রচলিত। **চলবে...**

চাঁদপাড়া বিজেপির মিলন উৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বছরের মতো এবার ওদলীয় নেতা কর্মী ও সমর্থক গনকে নিয়ে এক মিলন উৎসব ও বনভোজনের আয়োজন করে ভারতীয় জনতা পার্টির চাঁদপাড়া পূর্ব মণ্ডল কমিটি। গত ২৯ জানুয়ারী গাইঘাটা

ব্লকের ঢাকুরিয়া সাহেব বাগানে অনুষ্ঠিত মিলন উৎসবে মণ্ডলের চাঁদপাড়া ও ডুমা অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রাম থেকে হাজার তিনেক বিজেপি কর্মী সমর্থক এদিনের মিলনোৎসব ও বনভোজনে অংশ নেন। বুথ সভাপতি বিনয় মজুমদার ও তুলসী ঘোষ জনান, শুধু চাঁদপাড়া পূর্ব মণ্ডল নয়, এদিনের উৎসবে দলনেতা চন্দ্রকান্ত দাসের আহ্বানে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিভিন্ন এলেকা থেকেও দলীয় নেতা কর্মীগণ উৎসবে যোগ দেন।

দলীয় মিলন উৎসবে দলের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, জেলা নেতৃত্ব ও বনগাঁ পৌরসভার কাউন্সিলর দেবদাস মণ্ডল, কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাস, নিবেদিতা সরকার, তপন দাস, অর্পন বিশ্বস, অসীম বোস, প্রবীণ দলনেতা সুদেব সিকদার, অমর সাহা, দীপক মজুমদার, প্রাণগোপাল ভৌমিক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। জেলা নেতৃত্ব চন্দ্রকান্ত দাস ও মণ্ডল সভাপতি শিক্ষক প্রশান্ত রায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান দলীয় কর্মীগণ সকল বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দকে বরণ করে নেন।

নেতৃবৃন্দ তাঁদের বক্তব্যে রাজ্যের শাসকদলের সীমাহীন দুর্নীতির কথা তুলে ধরে আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে দিকে দিকে তৃণমূল প্রার্থীদের পরাস্ত করে সর্বই বিজেপি প্রার্থীদের জয়ী করবার লক্ষ্যে এখন থেকেই গ্রামে- গ্রামে পাড়ায়- পাড়ায় জোরদার প্রচার ও জনসংযোগে নেমে পড়ায় আহ্বান জানান উদ্যোক্তারা।

এদিন সাহেব বাগান প্রাঙ্গনে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। উৎসব অঙ্গনের সুসজ্জিত অস্থায়ী মঞ্চে বিজেপি পরিবারের ছেলেমেয়েরা সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করেন। মিলনোৎসবে উপস্থিত বিজেপির দলীয় নেতা কর্মীদের মধ্যে বেশ উদ্দীপনা চোখে পড়ে।

ঠাকুরনগরে গীতাঞ্জলি সাহিত্য সংস্থার উদ্যেগে কবি সম্মেলন

নীরেশ ভৌমিক ঃ ঠাকুরনগরের নবগ্রাম উজ্জ্বল সংঘ বাগদেবীর আরাধনা এবং সেই সঙ্গে আয়োজন করে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। গত ২৮ জানুয়ারী স্থানীয় গীতাঞ্জলি সাহিত্য সংস্থার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় সাহিত্য সভা ও কবি সম্মেলন সংস্থার কর্ণধার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ তাপস তরফদারের আহ্বানে এদিন মধ্যাহ্নে বিভিন্ন এলেকা থেকে কবি-সাহিত্যিকগণ উপস্থিত হয়ে স্বরচিত কবিতা ও সাহিত্য পাঠে অংশ নেন। বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব অমল মণ্ডলের পৌরোহিত্য অনুষ্ঠিত এদিনের সাহিত্য সভায় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যসেবি বরুণ হালদার। ছোট্ট আরাধ্যা বালার কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে সাহিত্য সভার সূচনা হয়। স্বরচিত কবিতাপাঠে অংশ নেন বিশিষ্ট কবি স্বপন বালা, প্রদীপ হালদার, নবকুমার বিশ্বাস প্রমুখ কবিগণ। অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত আবৃত্তিকার সাধনা মজুমদারের কণ্ঠে জন্মদিন ও ময়ূরপঙ্খী কবিতা আবৃত্তি সমবেত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। স্বনামধন্য কবি তাপস তরফদারের পরিচালনায় এদিনের কবি সম্মেলন বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

ঠাকুরনগরে সন্ধ্যা-কুমুদ কালচারাল একাডেমীর বার্ষিক উৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৩০ জানুয়ারী ঠাকুরনগর খেলার মাঠের সুসজ্জিত আলোকজ্জ্বল মঞ্চে মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় ঠাকুরনগরের অন্যতম সাংস্কৃতিক সংস্থা সন্ধ্যা কুমুদ কালচারাল একাডেমী আয়োজিত ৮ম বার্ষিক সন্ধ্যা—কুমুদ গান মেলা। প্রদীপ জ্বেলে দুদিন ব্যাপী আয়োজিত উৎসবের সূচনা করেন বনগাঁ দক্ষিণের প্রাক্তন বিধায়ক সুরজিৎ কুমার বিশ্বাস।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনেদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও বর্ষিয়ান সংগীত গুরু কেনারাম ঘোষ, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও সমাজসেবি গোবিন্দ ঘটক, ছিলেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির

সভাপতি ইলা বাকচি, সংস্কৃতি প্রেমী বিদ্যুৎ মণ্ডল, অভিজিৎ বিশ্বাস, রঞ্জিত বণিক ও বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ঝর্ণা মণ্ডল প্রমুখ। সংস্থার কর্ণধার পার্থ ঘোষ ও সুতপা ঘোষ উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। সংস্থার সদস্যগণ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে পুষ্পস্তবক, উত্তরীয় ও স্মারক প্রদানে বরণ করে নেন। বিশিষ্টজনেরা তাঁদের বক্তব্যে সুস্থ সংস্কৃতি ও সংগীতের চর্চা ও প্রসারে সন্ধ্যা-কুমুদ কালচারাল একাডেমীর এই মহতী উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

দুইদিন ব্যাপী আয়োজিত উৎসবের শুরুতে বিশিষ্ট সানাই বাদক সুমন গোলদারের সানাই এর সুর উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। সংস্থার অর্ধ শতাধিক কচিকাঁচার সমবেত কণ্ঠে (শিশুদের কলতান) বিশ্বপিতা তুমি হে প্রভু..... গানের মধ্য দিয়ে সংগীতানুষ্ঠানের শুরু হয়। দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত গান মেলায় পার্থ, সুতপার ভাবনা ও বাস্তবায়নে সংস্থার ছোট-বড় সকল সংগীত শিল্পীগণ একক ও সমবেত কণ্ঠে জনপ্রিয় বিভিন্ন বাংলা গান পরিবেশন করেন। এছাড়াও ছিল মনোজ্ঞ নৃত্যের অনুষ্ঠান। সবকিছু মিলিয়ে সন্ধ্যা-কুমুদ কালচারাল একাডেমীর দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত অষ্টম বার্ষিক গান মেলা-২০২৩ বেশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

মণ্ডলপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসবে নানা অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ সপ্তাহ ব্যাপী বিদ্যালয়ের বাৎসরিক উৎসবের আয়োজন করে গাইঘাটার অন্যতম মণ্ডলপাড়া হাই স্কুল কর্তৃপক্ষ। গত ২৩ জানুয়ারী মহান দেশনায়ক নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৬ তম জন্মজয়ন্তীর পুণ্য প্রভাতে বিদ্যালয় অঙ্গনে জাতীয় ও স্কুলের পতাকা উত্তোলনের পরে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও এলেকার শিক্ষানুরাগী মানুষজনের এক বর্ণময় আয়োজিত বিদ্যালয়ের বাৎসরিক উৎসবের শুভ সূচনা হয়।

সপ্তাহ ব্যাপী আয়োজিত উৎসবে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সরস্বতী পুজো ও জাতির ৭৪ তম সাধারণ তন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন ছাড়াও ছিল সাংস্কৃতি প্রতিযোগিতা ও বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়াও ছিল নবীন বরণ উৎসব। ২৪ জানুয়ারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও

শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে সপ্তাহ ব্যাপী শিক্ষার্থীগনের উদ্যোগে আয়োজিত বিজ্ঞান, ভূগোল, হস্তশিল্প ইত্যাদি মডেল প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। বিভিন্ন দিনে গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গোবিন্দ দাস, জেলা পরিষদ সদস্য সুভাষ রায়, ব্লকের সমাজ কল্যান আধিকারিক বিশ্বজিৎ ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে প্রদর্শনী সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কর্মসূচীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেবাশিস ঘোষ আমন্ত্রিত সকল অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানান।

প্রতিদিন বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের মুক্ত মঞ্চে অনুষ্ঠিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছাত্র ছাত্রী সহ গ্রামবাসীগণের সমাগম ঘটে। ২৮ জানুয়ারী আয়োজিত অনুষ্ঠানে ক্রীড়া সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। ২৯ জানুয়ারী সপ্তাহ ব্যাপী উৎসবের শেষ দিন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের পুনর্মিলন উৎসব ও সন্ধ্যায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক ও বিচিত্রানুষ্ঠানে এলেকার শিক্ষা ও সংস্কৃতিপ্রেমী বহু মানুষজনের উপস্থিতি চোখে পড়ে। সব কিছু মিলিয়ে মণ্ডল পাড়া উচ্চবিদ্যালয়ের সপ্তাহ ব্যাপী অনুষ্ঠিত বার্ষিক উৎসব সার্থকতা লাভ করে।

অগ্রগামী ক্লাবে স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির

নীরেশ ভৌমিক ঃ রক্তের কোন বিকল্প নেই, মানুষের প্রয়োজনে মানুষকেই রক্ত দিতে হয়।

তাই রক্তদান জীবন দান, রক্তদান মহৎ দান। এই আদর্শকে সামনে রেখেই বিগত বছরের মতো এবারও এক স্বেচ্ছারক্তদান শিবিরের আয়োজন করে ঢাকুরিয়া অগ্রগামী ক্লাবের সদস্যগণ। ২৯ জনুয়ারী গ্রামবাসী এবং বিশিষ্ট ফুটবলার ও সমাজকর্মী প্রয়াত খগেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিতে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে মোট ৪২ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্ত সংগ্রহ করেন বনগ্রাম জে.আর. ধর মহকুমা হাসপাতাল ব্লাড ব্যাঙ্কের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীগণ। ক্লাব সভাপতি জনার্দন চক্রবর্তী ও সংস্কৃতি সম্পাদক সজল ঘোষ উপস্থিত সকল স্বেচ্ছা রক্তাদাতাগণকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

কুকুরের পা কাটায় চাষিকে প্রহার

প্রথমপাতার পর...

কাস্তে ছুড়ে মারেন কুকুরের পালের দিকে। তাতে একটি বাচ্চা কুকুরের পেছনের দুটো পা কেটে যায়। ঘটনায় হতভম্ব এলেকার মানুষজন।

ঘটনাটি চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া গ্রামের কাঁঠালতলা এলেকার। পাড়ার মানুষজন কুকুরের বাচ্চাটিকে পশু হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করান। স্থানীয় গাইঘাটা থানায়ও অভিযুক্ত অর্জুন বালার নামে ডায়েরি করা হয়।

এরপর ঘটনা অন্য দিকে মোড় নেয়। গ্রামেরই কতিপয় ছেলে অর্জুনের উপর চড়াও হন। তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। গুরুতর আহত অর্জুনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। এরপর পুলিশ অর্জুনের উপর আক্রমনকারী কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে।

স্থানীয় বাসিন্দা প্রদীপ দত্ত জানান, কুকুরটি প্রাণে কাচলেও দুটি পা হারিয়ে পঙ্গু হয়ে থাকবে।

প্রতিধ্বনির ২৮তম বর্ষের সৃজন উৎসব

অমৃত নাথ ঃ গত ২৮ জানুয়ারী সন্ধ্যায় সংস্থার সদস্যদের সমবেত নৃত্যের মধ্য দিয়ে সূচনা হয় ঠাকুরনগর প্রতিধ্বনি সংস্কৃতি সংস্থা আয়োজিত ২৮ তম বর্ষের সৃজন উৎসব। মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বোলন করে দুদিন ব্যাপী আয়োজিত উৎসবের সূচনা করেন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমীর সদস্য সচিব ড. হৈমন্তী চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন বর্ষিয়ান শিক্ষক অনুপম দে, বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ঝর্ণা মণ্ডল, সাংবাদিক পাঁচু গোপাল হাজরা প্রমুখ। ক্লাব সভাপতি জয়দেব হালদার ও সম্পাদক পার্থ দাস, সকলকে স্বাগত জানান। সংস্থার সদস্যগন সকল বিশিষ্টজনদের পুষ্পস্তবক ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। উদ্বোধক ড. চট্টোপাধ্যায় সহ বিশিষ্ট জনেরা সকলে তাঁদের বক্তব্যে প্রতিধ্বনি সাংস্কৃতিক সংস্থার প্রয়াসকে সাধুবাদ জানান। এবং সেই সঙ্গে আয়োজিত উৎসবের সাফল্য কামনা করেন। এদিন প্রতিধ্বনি স্মারক সম্মান প্রদান করা হয় শিল্পী ঝর্ণা মন্ডলকে। উৎসবের শুরুতে এদিন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষক সুশান্ত বিশ্বাসেয় নির্দেশনার চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যাবীথি স্কুলের ছাত্র ছাত্রীগণ মঞ্চস্থ করে মজার নাটক কেরামতি। ছিল প্রতিধ্বনির সদস্যদের নৃত্য ও আবৃত্তির অনুষ্ঠান। সবশেষে কৃষ্ণনগর থিয়াস মঞ্চস্থ করে তাঁদের মঞ্চ সফল নাটক এক টুকরো ম্যাকবেথ। বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক সুমন গোস্বামীর নির্দেশনায় অভিনীত নাটকটি সমবেত দর্শক মণ্ডলীর প্রশংসা লাভ করে। দ্বিতীয় দিন সকালে ছোটদের অংকন ও যোগাসন প্রতিযোগিতা। অপরাহ্নে অশোকনগর বিদ্যাসাগর বাণীভবন উচ্চ বিদ্যাল্যয়ের পড়ুয়াদের নাটক আমি রামমোহন বলছি ও বনগাঁর কালুপুর হিন্দোলের নাটক দিশারী; এছাড়া সংস্থার সদস্যদের শাস্ত্রীয় নৃত্যানুষ্ঠান এবং শিশু শিল্পী দেব পালের লোক সংগীতের অনুষ্ঠান সকলের ভালো লাগে। সবশেষে শিক্ষক সুশান্ত বিশ্বাসের নির্দেশনায় প্রতিধ্বনির কুশীলবগণ পরিবেশিত সকলের ভালো লাগার নাটর 'মানবিক স্পর্শ দর্শকদের প্রশংসা লাভ করে। প্রতিধ্বনি আয়োজিত সৃজন উৎসবকে ঘিরে এলেকার সংস্কৃতি প্রেমী মানুষজনের মধ্যে বেশ উৎসাহ চোখে পড়ে।

শিশুশিক্ষা নিকেতনের বার্ষিক ক্রীড়ায় দারুণ সাড়া

নীরেশ ভৌমিক ঃ অন্যান্য বছরের মতো এবারও মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল চাঁদপাড়ার প্রাচীন শিশু শিক্ষালয় শিশু শিক্ষা নিকেতনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। গত ৩১ জানুয়ারী সকালে চাঁদপাড়ার মিলন সংঘ ময়দানে প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও বর্ষিয়ান শিক্ষাব্রতী নির্মল বিশ্বাস কর্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অধ্যক্ষ লীনা মুখার্জী কর্তৃক বিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাগণের সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত এবং স্কুলের ছোট পড়ুয়াদের বর্ণময় মার্চ পাস্ট প্রদক্ষিণে পুরোভাগে বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী অধ্যক্ষ শ্রীমতী মুখার্জী, উপস্থিতি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে আকর্ষনীয় করে তোলে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবি নিতাইপদ সাহা, সাংবাদিক সরোজ চক্রবর্তী, সমাজকর্মী পার্থপ্রতিম রায়, মহাদেব কুন্ডু প্রমুখ। বিদ্যালয়ের প্রধানা লীনা দেবী ও সভাপতি নির্মল বাবু উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। শিক্ষিকা ও পড়ুয়াগণ উপস্থিত সকল বিশিষ্টজনদের পুষ্পস্তবক প্রদানে বরণ করেন নেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে খেলাধূলা ও শরীর চর্চার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন।

বিদ্যালয় আয়োজিত এদিনের ৪৭তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কয়েকশো পড়ুয়া মোট ৪০টি ইভেন্টে অংশগ্রহন করে। ছোটদের ক্যাট রেস, আলুদৌড়, ব্যাঙ লাফানো এবং সকলের জন্য যেমন খুশি সাজো প্রতিযোগিতা বেশ আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে। বিদ্যালয়ের এদিনের ক্রীড়ানুষ্ঠানকে সার্থক করে তুলতে সহযোগিতার হাত বড়িয়ে দেন বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠন সমীরণ সানা, সঞ্জু সিনহা, রাখাল বণিক, প্রভাষ বিশ্বাস ও তপন মণ্ডল প্রমুখ ক্রীড়া প্রেমীগণ। সকলের সহযোগিতায় এবং কচিকাঁচা পড়ুয়াদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে চাঁদপাড়া শিশু শিক্ষা নিকেতন আয়োজিত ৪৭ তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সার্থক হয়ে ওঠে।

শিল্পকৃতির ৩০তম জাতীয় নাট্যোৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২৫ জানুয়ারী মহিষাদলের শিল্পকৃতি স্টুডিও থিয়েটারে শিল্পকৃতি আয়োজিত ৩০তম জাতীয় নাট্যউৎসবের উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধায়ক তিলক কুমার চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন নাট্যামোদী বহু বিশিষ্টজন। ৬ দিন ব্যাপী আয়োজিত নাট্যোৎসবে জেলার কয়েকটি নাট্যদল ছাড়াও কলকাতা, বীরভূম, উত্তর ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর এবং আসাম, ত্রিপুরা, রাজস্থান থেকে কয়েকটি নাট্যদল নাট্যোৎসবে অংশ গ্রহন করে শিল্পকৃতির কর্ণধার সুরজিৎ সাহা জানান, উৎসবে প্রতিদিন সন্ধ্যে থেকে ৩টি করে নাটক মঞ্চস্থ হয়। হল ভর্তি নাট্যামোদী দর্শক সাধারনের মধ্যে নাটোৎসবকে ঘিরে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা চোখে পড়ে।

সানাপাড়া আলোচনা চক্রের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নীরেশ ভৌমিক ঃ অন্যান্য বছরের মতো এবারও সাড়ম্বরে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন চাঁদপাড়া আলোচনা চক্র ক্লাবের সদস্যরা। গত২৭ জানুয়ারী সকালে ক্লাব প্রাঙ্গনে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করে আয়োজিত ক্রীড়ানুষ্ঠানের সূচনা করেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির ভূতপূর্ব সহ-সভাপতি ও অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নির্মল কান্তি বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য সুভাষ রায়, ক্রীড়া সংগঠক প্রভাষ বিশ্বাস, ছিলেন চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য শতদল দেব প্রমুখ।

আয়োজিত প্রতিযোগিতায় ৩১ টি ইভেন্টে শতাধিক প্রতিযোগী অংশ গহন করেন। ছোটদের রাজারানী, আলুদৌড়, স্কিপিং ও মোরগ লড়াই বেশ আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে। মহিলাদের মিউজিক্যাল চেয়ার ও পাচিং দ্য পার্সেল এবং সকলের জন্য যেমন খুশি সাজো প্রতিযোগিতাকে ঘিরে সকলের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা চোখে পড়ে। রাতে প্রতিযোগিতা শেষে সফল প্রতিযোগীগণের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ক্লাব সদস্যগণ।

ক্লাবের অন্যতম কর্ণধার স্বপন সানা, প্রদীপ সরকার, সমীরণ সানা, বিকাশ চক্রবর্তী, তপতী সরকার, রমাপ্রসাদ সানা, প্রমুখ সদস্যগণের আন্তরিক উদ্যোগে এদিনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সার্থক হয়ে ওঠে।

তৃণমূলের প্রাক্তণ সভাপতিকে মারধরের ঘটনায় ধৃত ২

প্রতিনিধি ঃ তৃণমূলের গাইঘাটা পশ্চিম ব্লকের প্রাক্তন সভাপতি সুভাষ রঞ্জন হালদারকে মারধর করার অভিযোগে ২ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম নয়ন চক্রবর্তী, দিনেশ বৈরাগী। বাড়ি গাইঘাটা থানার চন্ডিগড় এলাকায়। মঙ্গলবার রাতে গাইঘাটা থানার জলেশ্বর মোড় থেকে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়।

মূল অভিযুক্ত অভিজিৎ পাড়ুই-এর খোঁজে সন্ধান চলছে। বুধবার সকালে ধৃতদের বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ। এই ঘটনা নিয়ে বুধবার বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলন করা হয় সিপিএমের পক্ষ থেকে।

সিপিএম নেতা অনুপম বিশ্বাস বলেন, "যাকে মূল অভিযুক্ত বলা হচ্ছে, সেই অভিজিৎ পাড়ুইকে তৃণমূলের লোকেরাই মারধর করেছে। সে বর্তমানে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণেই এই ঘটনা।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গাইঘাটার জলেশ্বর শিব মন্দির এলাকায় সুভাষবাবুর উপর হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছিল স্থানীয় কয়েকজনের বিরুদ্ধে। ঘটনার পরে সুভাষ বাবুকে হাবরা স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে চন্ডিগড় এলাকার তৃণমূল কর্মীরা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। পুলিশ গিয়ে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের আশ্বাস দিলে অবরোধ উঠে যায়। রাতেই অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় তৃণমূলের পক্ষ থেকে। অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপি।

সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত ঢাকুরিয়া তরুণ দলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২৯ জানুয়ারী মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয় চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া তরুণ দল ক্লাবের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এদিন সকালে পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে ক্রীড়ানুষ্ঠানের সূচনা হয়। গ্রামের বিভিন্ন এলেকা থেকে আসা প্রতিযোগীগণ ২০টি ইভেন্টে অংশ গ্রহন করে। ছোটদের মোরগ লড়াই, ব্যাঙ দৌড়, স্কিপিং, এছাড়া মহিলাদের মিউজিক্যাল চেয়ার, মোমবাতি দৌড় এবং সকলের জন্য আয়োজিত যেমন খুশি সাজো প্রতিযোগিতা বেশ আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে।

প্রতিযোগিতার বিভিন্ন খেলা পরিচালনায় ছিলেন ক্রীড়া প্রশিক্ষক দীপঙ্কর দাস, গোলক মণ্ডল, ইন্দ্রনীল মজুমদার, অমর মজুমদার, জয়ন্ত মজুমদার, মিঠুন ভৌমিক, রূপম মজুমদার প্রমুখ সদস্যগণ। সন্ধ্যায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগিতার হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান ক্লাব সভাপতি বিশ্বজিৎ ঘোষ, সম্পাদক শিবশংকর মজুমদার সহ সিনিয়ার সদস্যগণ।'' গো অ্যাজ ইউ লাইক' প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনকারী সকল সদস্যগণকে পুরস্কৃত করা হয়।

HALL MARK
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি-র
পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সাদর আমন্ত্রণ।

বিশ্বস্ততার আর এক নাম নিউ পি সি জুয়েলার্স

- নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে সর্ব ধর্মের মানুষের জন্য ২৫০০/- টাকার সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
- আমাদের শোরুমে আছে হালকা ও ভারি আধুনিক ডিজাইনের গহনার সম্ভার।
- আমাদের মজুরী সবার থেকে কম।
- পুরনো সোনার পরিবর্তে হলমার্কযুক্ত সোনার গহনা পাওয়া যায়।
- এছাড়া প্রতিটি কেনাকাটায় পাচ্ছেন নিউ পি সি অপটিক্যাল-এর Gift Voucher
- জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরির জন্য যোগাযোগ করুন।
- সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরির জন্য পুরুষ ও মহিলারা যোগাযোগ করুন (বন্দুক সহ ও খালি হাতে— উভয়ের জন্য)।
- Employee দের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।

দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিং-এর জন্য নিউ পি. সি. জুয়েলার্স-এ এসে সরাসরি যোগাযোগ করুন।

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স — বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ — বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি — মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

এখানে সু-চিকিৎসকের পরামর্শে কম্পিউটার দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। আধুনিক মানের চশমার ফ্রেম, গ্লাস ও লেন্সের বিশাল সম্ভার।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

Future India Logistics
WE CARRY YOUR TRUST
Tapabrata Sen
Propritor
LOGISTICS
7501855980 / 7001727350
futureindialogistics@yahoo.com
Subhasnagar, Bongaon
North 24 pgs, PIN- 743235
TRANSPORT SHIPPING & LOGISTICS SOLUTIONS

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9647791986 / 7076271952**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in **Sub- Editor- Haridas Golder** **Editor- Utpal Mallick**